‘অভিনয়’ এবং সমকালীন নাট্যপত্রসমূহ

অমল রায়

।। মুখবন্ধ।।

শ্রদ্ধেয় দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘অভিনয়’ সম্পর্কে আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক এবং আবেগবর্জিতভাবে কিছু লেখাপ্রায় অসম্ভব। কেননা, আজ অমল রায় নামক ব্যক্তিটি যদি থিয়েটারের জগতে পেছনের সারিতে কোন নড়বড়ে আসন পেয়ে থাকে, তবে তার জন্যে সে প্রধানত দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেই ঋণী, তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয় ছাড়া সে নাট্যকার হিসেবে তেমন কিছু ক’রে উঠতে পারত ব’লে অন্তত সে নিজে বিশ্বাস করে না।

এমন কি নাট্যপত্র সম্পাদনার খুঁটিনাটি কাজটিও সে শিখেছে তৎকালীন ‘অভিনয়’ সম্পাদকের কাছে, যদিও এই শিক্ষা পরবর্তীকালে সে সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারে নি। তবে এই ব্যর্থতা একান্তভাবেই ছাত্রটির ব্যর্থতা, তার শিক্ষকের নয়। সে তার আপন অভিজ্ঞতা থেকে আধুনিক বাংলা নাট্যপত্রের সম্পাদকের সারিতে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অত্যন্ত উঁচু আসনে বসায়, যদিও মুদ্রণ পারিপাট্য এবং জৌলুষের বিচারে অভিনয় - সম্পাদকের চেয়ে কেউ কেউ আজ উন্নত প্রযুক্তির যুগে এগিয়ে আছেন (যেমন শ্রীনৃপেন্দ্র সাহা, শ্রীরথীন চক্রবর্তী, শ্রীসত্য ভাদুড়ি প্রমুখ)। কিন্তু সামগ্রিক বিশ্লেষণে অন্তত এই অধমের কাছে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্যাবধি অতুলনীয় এবং অনন্য। ভাঙা টাইপ এবং ট্রেডল মেশিন থেকে সেদিন ‘অভিনয়’ -এর একের পর এক বিশালাকৃতি সংখ্যা বেরিয়ে এসেছে শুধুমাত্র তাঁরই হাতের ছোঁয়ায়। লেটার প্রেসের নিম্নমানের প্রযুক্তি ব্যবহার ক’রেও যে “অভিনয়” -এর মতো পত্রিকা প্রকাশ করা যায়,তা’ আজ অনেকের কাছেই পরম বিস্ময় ব’লে মনে হবে।

আগের অনুচ্ছেদে নাট্যকার হিসেবে আমরা যেটুকু পরিচিতি হয়েছে, তার জন্যে প্রধানত কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সম্পাদিত ‘অভিনয়’ -এর কাছে। এই প্রধানত শব্দটি ব্যবহার করেছি অত্যন্ত সচেতন ভাবেই। বাংলা থিয়েটারের অনেক নাট্যকারেরই আত্মপ্রকাশ হয়েছে ‘অভিনয়’ - এর পাতায়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে তা’ ঘটে নি। ১৯৭২ সালে আমার প্রথম নাটক ছাপা হয় শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বিশ্বাস সম্পাদিত শারদীয় নাট্যপ্রসঙ্গ এ-- ‘দালাল’। তার তিন চারদিন বাদেই বেরোয় অকাল প্রয়াত অগ্রজপ্রতিম নীহার গুণ সম্পাদিত শারদ শতাব্দীর সংলাপ। তা’তে মুদ্রিত হয় আমার লেখা ‘ঘটোৎকচ’ একাঙ্কটি। ইতিমধ্যে ঐ বছরের শেষ দিকেপ্রতিযোগিতা মঞ্চে শ্রীগৌতম মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত এবং শ্রী মনোরঞ্জন ঘড়া ও গৌতমের অভিনয় সমৃদ্ধ শৌভিকের প্রযোজনা ‘কেননা মানুষ’ মঞ্চস্থ হতে শু করে। অবশ্য ‘কেননা মানুষ’ আমার প্রতিযোগিতা মঞ্চে অভিনীত প্রথম নাটক নয়। ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি আন্দুলের একটি সংস্থা আমার ‘হট্টমেলায় হট্টগোল’ শিশু নাটকটি ওখানকার একাঙ্ক প্রতিযোগিতায় মঞ্চস্থ করে এবং পুরস্কৃতও হয়। নাট্যপ্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক সুনীল চক্রবর্তীর শিশুকন্যাও ঐ নাটকে অভিনয় করে। যতদূর জানি- সে আজ কোনো কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। “কীভাবে ফুরায় বেলা দেখতে না দেখতেই...”

যাই হোক, ‘দালাল’ ও ‘ঘটোৎকচ’ - এর প্রায় এক সঙ্গে প্রকাশ এবং ‘কেননা মানুষ’ - এর অভিনয় সাফল্যই সম্ভবত শ্রদ্ধেয় দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে আমার সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করে। আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি -- দিলীপবাবু সব সময়েই নতুন লেখকদের সন্ধানে থাকতেন এবং তাঁদের সাদরে ডেকে এনে ‘অভিনয়’-এ লেখাতেন। খুব কম সম্পাদকই এ কাজ

ক'রে থাকেন। ফলে কোনো একটি অনুষ্ঠানে (কোন অনুষ্ঠান আজ আর তা' মনে নেই) তিনি নিজেই আমার কাছে নাটক চাইলেন। ফলে ১৯৭৩ সালেই 'অভিনয়'-এর শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো 'নতজানু নয়' নাটকটি।

সেই শু। তারপর থেকে শুধু নাটকই নয়, অন্যান্য বহু লেখাই আমাকে 'অভিনয়'-এ লিখতে হয়েছে। অন্য লেখাগুলি বেশীরভাগ সময়ে অন্য ছদ্মনামে ছাপা হতো। সম্ভবত দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিনয়' -এ আমার সর্বাধিক নাটক ছাপা হয়েছে। ফলে তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। সেই জন্যেই শুতে বলেছি --- 'অভিনয়' নিয়ে আমার পক্ষে নৈর্ব্যক্তিক ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয় তবে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের এখানেই ইতি।

।। সেই সব নাট্যপত্রিকা।।

যে বিষয় নিয়ে এই নিবন্ধের অবতারণা, তার একটি সুনির্দিষ্ট কালসীমা প্রথমেই চিহ্নিত করা উচিত। আমি 'অভিনয় দর্পণ' - এর একটি - দুটি সংখ্যা আমার বন্ধু শ্রীতপ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যখন দেখেছিলাম, তখন আমার সঙ্গে থিয়েটারের সামান্যতম সংযোগও ছিল না। আমি ১৯৭৩ সালেই প্রথম দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিনয়' শুধু দেখি নি, নিজের লেখা থাকায় পরম মমতায় স্পর্শও করি। এর কিছু আগে ১৯৭২ সালে নাট্যপ্রসঙ্গের আড্ডায় অবশ্য আমি প্রথম 'অভিনয়' - এর নাম শুনি। সুতরাং এই রচনার কাল পর্বটি হোক ১৯৭২/৭৩ থেকে ১৯৮০। ১৯৮০ সালেই দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিনয়' -এর পাশাপাশি প্রকাশিত অন্যান্য নাট্য বিষয়ক পত্রিকা গুলিকেই আমি আমার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করছি।

আমি এই সীমানার বাইরে যেতে চাই না দুটি কারণে। প্রথমত আমি কোনো গবেষণাধর্মী লেখা লিখছি না, তা' লেখার সাধ্যও বর্তমান অবস্থায় আমার নেই। তাই যা কিছু আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত, আমি শুধুমাত্র সেই কথাই লিখব। দ্বিতীয়ত, সরাসরিই স্বীকার করছি -- এই অভিজ্ঞতার বিবরণও একান্তভাবেই স্মৃতি নির্ভর হবে,হতে বাধ্য। কেননা, আমার অগোছালো ও বেহিসেবী জীবন যাপনের কারণে এই নিবন্ধে যে নাট্যপত্রগুলি আলোচিত হবে, সেগুলির কোনো সংখ্যাই আমার কাছে নেই, এমন কি দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিনয়' -এরও কোনো সংখ্যা আমার কাছে নেই। সুতরাং স্মৃতি নির্ভরতা ছাড়া উপায় কি। আর সকলেই জানেন--স্মৃতি সর্বদা বিশ্বস্ত থাকে না। তদুপরি, আমার সাম্প্রতিক শারীরিক দুর্যোগ আমার স্মৃতিশক্তিকেও কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন করেছে। তাই গোড়াতেই সবিনয়ে স্বীকার ক'রে নেওয়া ভালো - এই লেখায় ছোটোখাটো ভুলচুক হতেও পারে। তবে দুটি বিষয়ে পাঠককে আমি আশ্বস্ত করতে চাই। এক, আমি জেনেশুনে কোনো ভুল তথ্য লিখব না। দুই, আমি কোনো তথ্যকে বিকৃতও করব না।

সম্ভবত নিরবচ্ছিন্নভাবে সবচেয়ে বেশি সময় ধ'রে যে নাট্যপত্রটি প্রকাশিত হয়ে চলেছে, তার নাম --- 'বহুরূপী'। তাই 'অভিনয়' - এর সমকালীন নাট্যবিষয়ক পত্রিকার আলোচনায় প্রথমেই 'বহুরূপী'র প্রসঙ্গ আসতে বাধ্য। যদিও 'বহুরূপী' পত্রিকা ঐ নামের বিখ্যাত নাট্যদলটির ষান্মাসিক মুখপত্র ছিল, তবু নিছক সাংগঠনিক পত্রিকা না হয়ে 'বহুরূপী'অ প্রকৃত অর্থেই একটি উচচমানের নাট্যপত্র ছিল। তবে পত্রিকার চরিত্র ছিল সর্বার্থেই এলিটিষ্ট। তথাপি আমাদের মতো অনভিজাত নাট্যকর্মীরা পকেটের পয়সা খরচ ক'রেই 'বহুরূপী' কিনতেন। স্মৃতি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না ক'রে, তবে বলি -- 'বহুরূপী'তেই আমরা চিত্তরঞ্জন ঘোষ বিরচিত 'নটী বিনোদিনী' নাটকটি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে প্রথম পড়েছিলাম, যে নাটক নান্দীকার অভিনয় করেছিলেন। তবে একথাও বলি -- 'বহুরূপী'কে কখনোই আমরা নিজেদের পত্রিকা ব'লে মনে করতাম না। কেননা, সেই অগ্নিগর্ভ সময়ে আমাদের রাজনৈতিক দাদাদের উস্কানিতে আমরা শম্ভু মিত্র ও বহুরূপীকে (নাট্যদল ও পত্রিকা) দক্ষিণপন্থী ও শত্রুশিবিরের দালাল ব'লেই ভাবতাম। বিশেষত সেই সময়েই স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীতে শম্ভু মিত্র সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রিসভার পৃষ্ঠপোষকতায় 'আমাদের অঙ্গীকার' প্রযোজনার দায়িত্ব নেওয়ার আমরা খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। তবু 'বহুরূপী'র নাটক যেমন দেখতেই হত, তেমনই পত্রিকাটিও নিয়মিত পড়তে হত। এলিটিষ্ট হলেও সামগ্রিক বিচারে 'বহুরূপী' অত্যন্ত উচচমানের নাট্যপত্র ছিল। মুদ্রণগত উৎকর্ষও ছিল ''বহুরূপী''র বৈশিষ্ট্য।

আরেকটি এলিটিষ্ট কাগজ সেযুগে আমাদের সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছিল -- 'গন্ধর্ব'। এই পত্রিকাটি কাব্যনাটক নিয়ে অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ কাজ করেছিল। পত্রিকা প্রকাশনাতেও দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য গন্ধর্বকে অনন্য মর্যাদা দিয়েছিল। 'বহুরূপী' নবান্ন সংখ্যা বেরকরার পরে 'গন্ধর্ব' বিজন ভট্টাচার্যকে নিয়ে একটি অসাধারণ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল এবং এই সংখ্যাই 'গন্ধর্ব' -- এর সম্পাদকমণ্ডলীতে ভাঙনের সৃষ্টি করে। সম্ভবত শ্রদ্ধেয় সুধী প্রধানের একটি প্রবন্ধ নিয়ে ওঁদের মধ্যে গুতর

মতভেদ হয়। যার পরিণতিতে শ্রীনৃপেন্দ্র সাহা ও শ্রীকরমণ মন্ত্রেরী বেরিয়ে আসেন, পরবর্তীকালে ওঁরাই 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার জন্ম দেন। আসলে গন্ধর্বের ওপর সি.পি.আই-য়ের মতাদর্শগত নিয়ন্ত্রণ ছিল। তবে 'গন্ধর্ব'ই সম্ভবত ছিল পরবর্তীকালের সফল নাট্যপত্র, সম্পাদক শ্রীনৃপেন্দ্র সাহার প্রতিভা বিকাশের প্রকৃত আঁতুরঘর।

এই কালপর্বে শম্ভু মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বহুরূপী' যেমন আমরা দেখেছি, তেমনই উৎপল দত্তের সম্পাদনায় অ ামরা 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকাটিকেও পেয়েছি। আনুষ্ঠানিকভাবে 'এপিক থিয়েটার' ভারতের ব্রেখ্‌ট সমিতির (যার সভ াপতি হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের নাম ছাপা থাকত) মুখপত্র ছিল, তবে কার্যত পত্রিকাটি হয়ে উঠেছিল উৎপল দত্তের নতুন নাট্যদল পি.এল.টি. -র পত্রিকা। আরো স্পষ্ট ক'রে বললে আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব উৎপল দত্তের পত্রিকা। সেই সময়ে নানা কারণে উৎপল দত্ত বামপন্থী তথা কমিউনিষ্ট পার্টির নানা অংশেরই বিরাগভাজন ছিলেন এবং নানা দিক থেকে তিনি আক্রান্ত হতেন। এপিক থিয়েটার ছিল উৎপল দত্তের আত্মরক্ষা ও প্রতিআক্রমণের কাগজ। ব্রেখটের নাট্যতত্ত্ব নিয়ে নানা লেখা এখানে মাঝেমধ্যে থাকলেও প্রধানত উৎপল দত্তের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নাট্যভাবনাই প্রতিফলিত হত এপিক থিয়েটারে। তাঁর নাটকও ছাপা হত প্রধানত এই নাট্যপত্রেই। এই নিবন্ধকার অবশ্য উৎপল দত্ত স ম্পাদিত আরেকটি নাটকের কাগজ 'প্রসেনিয়াম' - এরও একটা - দুটো সংখ্যা দেখেছে, তবে আমাদের চিহ্নিত কালপর্বের (১৯৭২/৭৩-১৯৮০) আগেই তা প্রকাশিত ও অবলুপ্ত হওয়ায় এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হল না। এপিক থিয়েটার বহুর পী বা গন্ধর্বের মতো সুসজ্জিত ও সুমুদ্রিত পত্রিকা ছিল না। ছাপার মান তেমন একটা ভালো ছিল না। সম্ভবত নানা দিকে ব্যস্ত থাকার ফলে উৎপল দত্ত পত্রিকা প্রকাশনার প্রতি তেমন একটা নজর দিতে পারতেন না।

তথাপি এই কালপর্বেই উৎপল দত্তের সম্পাদনাতেই 'এপিক থিয়েটার দেওয়ালের লিখন' নামে একটি নাট্যবিষয়ক ট্য াবলয়েডও বেরিয়েছিল। কেন যে উৎপল দত্ত এটা প্রকাশ করেছিল, তা' আমরা জানি না। এখন যেমন নাট্যবিষয়ক অনেক ট্যাবলয়েড বেরোয়, তখন তা' ছিল না। এই 'দেওয়ালের লিখন' মূলত দেখাশোনা করতেন পি.এল.টি.-র রজত ঘোষ। তবে এটি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তদুপরি রজত ঘোষ পরে দল ছেড়ে দিয়ে উৎপল - বিরোধী হয়ে ওঠেন এবং আরেকটি ট্য াবলয়েড প্রকাশ করেন। তবে সেটিও ক্ষণজীবী ছিল। এই অধমের সম্পাদনাতে ১৯৭৪ সালে 'নাট্যচিন্তা' নামে একটি ট্য াবলয়েড বেরিয়েছিল। এই 'নাট্যচিন্তা' কয়েক বছর বাঁচলে শেষের দিকে আর ট্যাবলয়েড ছিল না। ১৯৮০ সাল নাগাদ শ্রীরথীন চক্রবর্তী আমার পূর্ণ সম্মতি নিয়েই 'নাট্যচিন্তা' নামে তাঁর নিজস্ব পত্রিকাটি বের করেন। আমার সম্পাদিত 'ন াট্যচিন্তা'র পেছনে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। একাধিক সংখ্যা তিনিই ছেপে দিয়েছিলেন। আমি শুনেছি, একদা 'অভিনয়' - এরও একটি ট্যাবলয়েড সংস্করণ বেরিয়েছিল, তবে তা হয় আমি দেখি নি, অথবা আমার স্মৃতিতে নেই। সেই যুগে ট্যাবলয়েড আকৃতির নাট্যপত্র খুব একটা প্রচলিত ছিল না, আজ যা হয়েছে। আজ সুদূর বীরভূম থেকেও 'অ াননায়ুধ' -এর মতো উচচমানের ট্যাবলেয়েড নিয়মিত বেরোয়।

অবশ্যই আলোচ্য কালপর্বের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাট্যপত্র 'গণনাট্য'। চল্লিশের দশকে 'নবান্ন' প্রযোজনাকারী 'ভ ারতীয় গণনাট্য সংঘ' আগেই বিলুপ্ত হলেও ১৯৬৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম বৃহৎ বিভাজনের পর তৎকালীন 'বাম' কমিউনিষ্টদের পক্ষে গণনাট্য আন্দোলনকে পুনর্গঠনের প্রয়াস শু হয়। তবে এই চেষ্টা শু থেকেই দ্বিধাবিভক্ত ছিল। উৎপল দত্তকে সমানে রেখে এবং মিনার্ভাকে কেন্দ্র ক'রে একটি অংশ বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রসারে ব্রতী ছিলেন, এঁরা পরবর্তীকালে স্বল্পকালস্থায়ী সংযুক্ত গণশিল্পী সংস্থা গড়ে তোলেন এবং নকশালবাড়ির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। পূর্বো ল্লিখিত 'প্রসেনিয়াম' পত্রিকা এই প্রয়াসেরই অঙ্গ ছিল। দ্বিতীয় অংশটি ছিল তৎকালীন 'বাম' কমিউনিষ্ট পার্টির (পরবর্তী কালের সি.পি.আই (এম.)) 'অফিসিয়াল' লাইনের অনুগামীরা, এঁরা গণনাট্য সংঘের পুনর্জ্জীবনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবেই সম্প্রতি প্রয়াত শ্রদ্ধেয় চিররঞ্জন দাসের সম্পাদনায়'গণনাট্য' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হ্যাঁ, চিরদাই ছিলেন 'গণনাট্য' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। যে কালপর্বের কথা আমরা আলোচনা করছি, তখন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পুনর্জ্জীবিত রূপটি যথেষ্ট সংগঠিত একটি শক্তি এবং তার মুখপত্র গণনাট্যও মোটামুটি বহুল প্রচারিতন াট্যপত্রিকা। তবে নিছিদ্র দলীয় নিয়ন্ত্রণের জন্যে গণনাট্য অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলত, ফলে তার পক্ষে স্বৈরতন্ত্রবিরে াধী সর্বস্তরের নাট্যকর্মীদের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না, যা দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিনয়' হয়ে উঠেছিল। অবশ্য সংকীর্ণতার জন্যে একা গণনাট্যকে গলা পেড়ে কি হবে? সেই যুগটাই ছিল অসহিষ্ণুতা, মতান্ধতা এবং সংকীর্ণত

ারই যুগ। সবাই অল্প বিস্তর তাইছিলেন। গণনাট্য পত্রিকা কিন্তু সেই যুগে প্রকাশনার কোনো সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষের অধিকারী ছিল না, বরং আজ হয়েছে।

সব ধরনের সংকীর্ণতাই তার উপাসকদেরও রক্তপান করে। নকশালপন্থীদের সংকীর্ণতা উৎপল দত্তকে একদিন আন্দোলনের মূল ধারা থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল তাঁকে কোনো রকম আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে। ঠিক একইভাবে সি.পি.আই. (এম) -এরতৎকালীন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সংকীর্ণতা একদিন 'বিবসনা বৃহন্নলা' লেখার অপরাধে (?) নির্বাসনদণ্ড দিল গণনাট্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা- সম্পাদক চিররঞ্জন দাসকে। চিররঞ্জন 'নোতুন থিয়েটার' নামে আরেকটি নাট্যপত্রিকা প্রকাশ করলেন। তাঁর ভাষায় 'থিয়েটার এ্যানথলজি'। চিররঞ্জন দীর্ঘদিন ধ'রেই 'অভিনয়'-এর আড্ডায় আসতেন। দিলীপবাবু এই সময়ের বন্ধুর মতো চিরদার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। 'নোতুন থিয়েটার' অঙ্গসজ্জায় অন্তত গণনাট্য পত্রিকার চেয়ে সুদর্শন ছিল। পরে অবশ্য গণনাট্য সংঘে পূর্ণ মর্যাদায় চিররঞ্জনের পুনর্বাসন ঘটেছিল। কিন্তু জীবনের অন্তিম পর্যায়ে চিররঞ্জন দাস আবার গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সংশ্রব ছেদ করেন।

নকশালপন্থী সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবী রাজনীতির রণদামামা প্রকাশ্যে সগর্বে বাজিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন ঝিাস সম্পাদিত 'নাট্যপ্রসঙ্গ' -এর। 'নাট্য প্রসঙ্গ' -এর মতাদর্শগত অবস্থান সম্পর্কে হয়তো অনেকেই দ্বিমত পোষণ করবেন, কিন্তু বহুরূপী ওগন্ধর্বের পর সেদিন সবচেয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত পত্রিকা ছিল 'নাট্যপ্রসঙ্গ'। মনোরঞ্জনদার অন্তর্গত শিল্পীসত্তা লেটার প্রেসেই মুদ্রণশিল্পের মোহিনীমায়া সৃজন করতে জানত। তবে 'নাট্যপ্রসঙ্গ' অত্যন্ত অনিয়মিত নাট্যপত্র ছিল। অগ্রজপ্রতিম বন্ধু শুকদেব চট্টোপাধ্যায় মনোরঞ্জনদার ঘনিষ্ঠতম সহযোগী ছিলেন বহুদিন। জরী অবস্থায় সময় মনোরঞ্জনদা 'নাট্যপ্রসঙ্গ' -এর প্রকাশ সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে 'কার্টনে' নামে আরেকটি নাট্যপত্রিকা প্রকাশ করেন। সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হয় বন্ধুবর শ্রী বুদ্ধদেব চত্রবর্তীর। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব কিছুদিন 'কার্টেন'কে সংবাদ সাময়িকী হিসাবে প্রকাশ করেন, তখন সম্পাদনা তিনি নিজেই করতেন।

এই কালপর্বেই 'রঙ্গমঞ্চ' নামে আরেকটি নাট্যপত্র প্রকাশিত হয় সমীর ঘোষ ও ভবেশ দাসের সম্পাদনায় ও উদ্যোগে। এই পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। শ্রী সোমেন গুহও এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পত্রিকাটির কোনো সংখ্যার আয়তনই স্থুলকায় ছিল না। তবে বেশ কিছু গুত্বপূর্ণ লেখা ও নাটক পত্রিকাটিতে বেরিয়েছিল। 'রঙ্গমঞ্চ' নকশালপন্থী রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।

এই কালপর্বেই প্রচলিত এবং অবলুপ্ত আরেকটি পত্রিকার নাম 'শতাব্দীর সংলাপ'। এই নামটি উচচারিত হলেই আজও আমার বুকের মধ্যে বেদনার রক্তক্ষরণ ঘটে। অকালপ্রয়াত নীহার গুণ 'অফিসিয়ালি' এই পত্রিকার সম্পাদকীয় উপদেষ্টা ছিলেন, কিন্তু তিনিইছিলেন 'শতাব্দীর সংলাপ' -এর প্রাণপুষ এবং অঘোষিত সম্পাদক। নীহার গুণ স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্মচারী ছিলেন, তাই সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হতো তাঁর প্রিয় বন্ধু শ্রী সত্যেন সাহার। ক্যানসারের ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা নিয়ে নীহারদা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁর মৃত্যুর পরেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে শ্রী সত্যেন সাহা ছাড়াও তাঁর সহযোগী ছিলেন সম্প্রতি প্রয়াত প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার শ্রদ্ধেয় অহীন্দ্র ভৌমিক প্রমুখ। এঁরা সকলেই ছিলেন সি.পি.আই - পন্থী। অনেকেই ভাবতে পারেন -- আমি নাট্যপত্র বিষয়ক নিবন্ধে বারবার রাজনৈতিক পরিচিতির কথা বলছি কেন। আসলে সেই যুগটাই ছিল তাই -- বামপন্থী আন্দোলনেও ছিল মতাদর্শগত সংগ্রামের উত্তাপ, সেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল সংস্কৃতির প্রতিটি অঙ্গনে। নাট্য আন্দোলন এবং নাট্যপত্রগুলিও উত্তপ্ত হতো মতাদর্শগত বিরোধ ওবিতর্কে। তবে নীহারবাবুর বন্ধু ও সহযোগীরা সি.পি.আই কর্মী বা সমর্থক হলেও নীহার গুণ কিন্তু ভেতরে ভেতরে নকশালপন্থার অনুরাগী ছিলেন, তাঁর রূপক নাটক 'মারীচ' তার নিঃসংশয় প্রমাণ। নীহারদা আড্ডাও মারতে আসতেন মনোরঞ্জনদার অফিসে। 'নাট্যপ্রসঙ্গ'ও 'শতাব্দীর সংলাপ' -এর মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়াও ছিল। নীহারদার পত্রিকার আড্ডা বসতো সুরেন্দ্রনাথ কলেজের উল্টোদিকে কবি ও নাট্যকার প্রয়াত গিরিশঙ্করের বইয়ের দোকানে। সেখানে গিরিশঙ্কর ছাড়াও থাকতেন ডঃ দিলীপ কুমার মিত্র, নাট্যকার শ্রদ্ধেয় শ্যামলতনু দাশগুপ্ত, কবি ও অনুবাদক শ্রদ্ধেয় অপূর্ব কর প্রমুখ। নীহারবাবু ও 'শতাব্দীর সংলাপ' তখন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিনয়' - এর তীব্র বিরোধী ছিলেন, 'নাট্যপ্রসঙ্গ' -ও কিছুটা 'অভিনয়' - বিরোধী ছিল। তবে আমাদের আয়োজিত নীহার গুণ স্মরণসভায় দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এসে যেভাবে মর্মস্পর্শী ভাষায় নীহারবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, তা সকলকেই ভেতর থেকেনাড়িয়ে দিয়েছিল। পরে 'শতাব্দীর সংল

াপ' - এর অনেক লেখকই 'অভিনয়' - এর সঙ্গে যুক্ত হন। অনুঘটক ছিল এই অধম।
আজ পরেশ সুর আমাদের মধ্যে নেই। কতজন মনে রেখেছেন তাঁর সম্পাদিত 'শিল্পীসেনা'র কথা? একসময় 'শিল্পীসেনা' মফস্‌সল বাংলার নাট্যকর্মীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তণ সত্য ভাদুড়ি যুক্ত ছিলেন শিল্পীসেনার সঙ্গেই। আজকের প্রতিষ্ঠিত নাট্যসমালোচক রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়েরও নাট্যসমালোচনায় হাতে খড়ি হয়েছিল ঐ পত্রিকার পাতায়। নাট্যকার সুব্রত কাঞ্জিলালও ছিলেন 'শিল্পীসেনা'র লেখক গোষ্ঠীতে। গৌতম মুখোপাধ্যায়ের নাটকও 'শিল্পীসেনা'ই ছাপত। বাংলা থিয়েটারকে পরেশ সুর অনেক দিয়েছেন, বিনিময়ে কিছুই পান নি। 'শিল্পীসেনা' বিক্ষুব্ধ সি.পি.আই. (এম) কর্মীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সম্ভবত শ্রদ্ধেয় কিশলয় সেনও এই পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তখন তিনি গণনাট্য থেকে বহিষ্কৃত।
কলেজ রোয়ে ঢুকে একটু এগোলেই এখনও বাঁদিকে একটি বইয়ের দোকান চোখে পড়বে। নাম - লিপিকা। তখন সেখানে স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় শান্তি চক্রবর্তী নিয়মিতই বসতেন। বাটানগর নিবাসী শান্তিবাবু আসলে ছিলেন নাটক পাগল মানুষ। আলোচ্য কালপর্বেই তিনি 'নাট্যলিপিকা' নামে একটি পত্রিকা বের করেছিলেন। নাট্যকার তপন কুমার ঘোষাল (শীলভদ্র) সহ অনেকেই নানা সময়ে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শান্তিবাবু আমার 'বলির পাঁঠা' নামক একটি নকশা ছেপে সি. পি.আই. (এম.) -র খুব বিরাগভাজন হন। তবু তিনি দমেন নি। 'নাট্যলিপিকা' দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর সম্প্রতি আবার বেরিয়েছে। বৃদ্ধ ও অশক্ত শান্তিবাবু সম্ভবত তাতে সময় দিতে পারেন না।
একটি তণ ছেলে কুনাল সেনগুপ্ত হঠাৎ একদিন 'নাট্যবীক্ষণ' নামে একটি পত্রিকা বের করে বসলো। অনুজপ্রতিম কুনাল 'অভিনয়' - এর বৃহস্পতিবারের আড্ডায় নিয়মিত আসত। তার পত্রিকা 'নাট্যবীক্ষণ' প্রকাশের হয়তো পরোক্ষ প্রেরণা ছিলেন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং তবে তখনো তার শিক্ষানবিশী পর্ব কাটে নি, তাই 'নাট্যবীক্ষণ' খুব একটা সাজানো গো ছানো পত্রিকা ছিল না। তবে যে কটি সংখ্যা বেরিয়েছিল, তা'তে সে সাহস ক'রে বেশ কয়েকটি তীব্র প্রতিবাদী নাটক ছেপেছিল।
আমরা আগেই বলেছি রজত ঘোষ 'এপিক থিয়েটার দেওয়ালের লিখন' প্রকাশের ঝক্কি সামলাতেন। পরে পি. টি. এল. টি. ছেড়ে দিয়ে নতুন ট্যাবলয়েড বার করেন, তারই নাম 'থিয়েটার বুলেটিন'। পরে রজত কর্মসূত্রে অন্যত্র গেলে থিয়েটার ওয়ার্কসপ পত্রিকাটির দায়িত্ব নেন, অবশ্য তখন আর তা ট্যাবলয়েড থাকেনি। নতুন গোষ্ঠীর পরিচালনায় এবং পরিকল্পন ায় 'থিয়েটার বুলেটিনের ঝোঁক বেশী থাকায় সাধারণত মফস্‌সলের নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে এই পত্রিকা কিন্তু চরিত্রগত ভাবে এলিটিষ্টই ছিল। বিশেষত কলকাতার থিয়েটারের প্রতিই থিয়েটার বুলেটিনের ঝোঁক বেশী থাকায় সাধারণত মফস্‌সলের নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে এই পত্রিকা কিছুটা উদাসীনই ছিল। তবে 'থিয়েটার বুলেটিন' - এর শেষ দুটি সংখ্য া থার্ড থিয়েটার নিয়ে প্রকাশিত হয়। সে যুগে শ্রদ্ধেয় বাদল সরকার প্রবর্তিত এই নাট্যাঙ্গিকটি নিয়ে তুমুল তর্ক - বিতর্ক চলছিল, এই বিতর্কই সংখ্যা দুটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করেছিল; এর মধ্যে একটি সংখ্যায় রফিকুল ইসলাম ছদ্মনামে উৎপল দত্ত থার্ড থিয়েটারের বিরোধী এক তীব্র তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো লেখা লিখেছিলেন।
১৯৮০ সালে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিনয়' - এর শেষ শারদ সংখ্যা বেরোয়। আর ১৯৭৮ সালে প্রাক শ ারদ (সম্ভবত প্রস্তুতি) সংখ্যা এবং তারপরে শারদীয় সংখ্যা রূপে 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকা বেরোয়। তখনও লেটার প্রেসের যুগ, কিন্তু শুতেই পরিচ্ছন্ন ও পরিকল্পিত মূদ্রণ ও অঙ্গসজ্জায় 'গ্রুপ থিয়েটার' আমাদের চমকে দিল। কিন্তু প্রথম থেকেই এই পত্রিকা সি. পি. আই. (এম.) পার্টির রাজনৈতিক লাইনের ঝিস্ত অনুসরণকারী হিসেবেই নিজের পরিচয় দিল। 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় শ্রী রমণ মন্ত্রেরী ও নৃপেন্দ্র সাহার যে যুগলবন্দী তৈরী হয়েছিল, গ্রুপ থিয়েটারের প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তা একটি সদর্থক পূর্ণতা পেলো। সাতাত্তরের রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগটি সদ্ব্যবহার করে সরকারী প্রশাসন ও শাসনক্ষমতাসীন বৃহত্তম বাম দলটির সর্বাত্মক মদত নিয়ে এই বাংলায় প্রগতিশীল ও গণমুখী নাট্য অ ান্দোলনের ওপর সি. পি. আই (এম) এর কর্তৃত্ব স্থাপনের কাজে জন্মলগ্ন থেকেই 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকা অতিমাত্রায় তৎপর হয়েউঠলো। সত্তর দশকের রক্তাক্ত সন্ত্রাসের যুগে কোনো রাজনৈতিক সমর্থন ছাড়াই দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা দিত 'অভিনয়' যে গণতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলনের বীজগুলি ছড়িয়েছিল এবং বুক দিয়ে রক্ষা করেছিল, 'গ্রুপ থিয়েটার' - এর গোলায় সেই ফসল উঠতে লাগল।

।। উপসংহার ।।

এই নিবন্ধে 'অভিনয়' -এর সমকালীন যে নাট্য পত্রগুলির উল্লেখ করেছি, আলোচনার সময়েই তাদের রাজনৈতিক পক্ষপাতের কথা লিপিবদ্ধ করেছি। এই রাজনৈতিক শিবির বিভাজনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি -- সি. পি. আই., সি. পি. আই. (এম.), বিক্ষুব্ধ সি.পি. আই. (এম.) এবং নকশালপন্থী রাজনীতির প্রতি বিভিন্ন পত্রিকার কোথাও আনুগত্য, কোথাও সমর্থন, কোথাও বা সহানুভূতি ছিল। এই বিষয়টাকে আজকের প্রজন্মের পক্ষে বুঝে ওঠা মুশকিল। আজকের ছেলে মেয়েরা ঠিক যতটাই রাজনীতি বিমুখ, সেই যুগের যৌবন ছিল ততটাই রাজনীতিতে আসক্ত। তার প্রতিফলন পড়েছিল নাট্যপত্রগুলির মধ্যেও। নাটকের পত্রিকাগুলির এই রাজনৈতিক শিবিরবিভাজনের মধ্যে ''অভিনয়'' - এর অবস্থান কোথায় ছিল? সাধারণভাবে একটি কথা খুব বলা হয়ে থাকে -- সত্তর দশকের আগুনঝরা দিনগুলিতে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিনয়' ছিল একটি নকশাপন্থী নাট্যপত্রিকা।

না, একথা একদমই সত্য নয়। নকশালপন্থী নাট্যপত্র ছিল শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন বিশ্বাস সম্পাদিত 'নাট্যপ্রসঙ্গ' ।যেমন 'গণনাট্য' ও 'গ্রুপ থিয়েটার' -এর আনুগত্য ছিল ও আছে সি. পি. আই. (এম.) -এর প্রতি। বস্তুত 'অভিনয়' কোনো দল বা উপদলের কুক্ষিগত ছিল না। সেই রক্তাক্ত সন্ত্রাসের যুগে সময়ের দাবী -- স্বৈরতন্ত্রের বিদ্ধে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য। 'অভিনয়' ছিল সেই যুগে থিয়েটারের আঙিনায় এই ঐক্যের মূর্ত প্রতীক। কারা না লিখতেন 'অভিনয়'-এ? রতন কুমার ঘোষ কি নকশালপন্থী ছিলেন? প্রয়াত রাধারমণ ঘোষের নকশালপন্থার প্রতি সহানুভূতি থাকলেও তিনিও সেই অর্থে দলীয় মানুষ ছিলেন না। নৈহাটী পুরসভার বর্তমান পৌরপ্রধান নাট্যকার রবীন্দ্র ভট্টাচার্য তো ছিলেন সরাসরি সি. পি. (এম.) -এর লোক। তিনি শুধু 'অভিনয়'- এর নিয়মিত লেখকই ছিলেন সরাসরি সি.পি.(এম.) -এর লোক। তিনি শুধু 'অভিনয়' -এর নিয়মিত লেখকই ছিলেন না, তিনি পদাধিকারীও ছিলেন। আজকের প্রথিতযশা নাট্যকারও 'অভিনয়' - এর লেখকই চন্দন সেন তো ছিলেন সি . পি. আই. - এর সঙ্গে যুক্ত। তকমা লাগানো নকশালপন্থী বলে তো সবেধন নীলমনি আমি। শ্যামলতনু দাশগুপ্ত, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সমীরণ আচার্যও সে অর্থে দলীয় মানুষ ছিলেন না। 'ফুলগুলি সরিয়ে নাও' খ্যাত অমল মজুমদার (অরূপ শঙ্কর মৈত্র) অবশ্য নকশালপন্থী রাজনীতির একটি ব্যতিক্রমী ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মনোরঞ্জন বিশ্বাস বা শুকদেব চট্টোপাধ্যায় কোনোভাবেই 'অভিনয়' -এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তাঁরা নাট্য প্রসঙ্গের বাইরে অন্য কোথাও প্রায় লিখতেনই না। নাট্য প্রসঙ্গ এ 'অভিনয়' -কে আক্রমণ করে লেখাও ছাপা হয়েছে।

তবে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ''অভিনয়'' - কে নকশালপন্থীদের নাট্যপত্রিকা বলে বিদ্ধপক্ষ প্রচার করতো কেন? আমার ধারণায় এর দুটি কারণ রয়েছে। এক, কেউ পছন্দ করুন বা না করুন - সত্তর দশকে বিশেষত বাহাত্তর থেকে আশি সাল পর্যন্ত বাংলা প্রগতিবাদী থিয়েটারে নকশালবাড়ি মতাদর্শ প্রায় একাধিপত্য করতো। যেহেতু ''অভিনয়'', একমাত্র ''অভিনয়'' ই সেদিন গণতান্ত্রিক নাট্য আন্দোলনের সামগ্রিকতার প্রতিনিধি ছিল, তাই নকশালপন্থী রাজনীতির এই ব্যাপক প্রতিফলন 'অভিনয়' -এর পাতাতেও ধরাথাকতে বাধ্য। তদুপরি, বাংলা থিয়েটার থেকে নকশালবাড়ির কৃষিবিপ্লবী মতাদর্শকে উৎখাত করার কোনো দায় ''অভিনয়'' - এর ছিলনা, সে দায় 'গণনাট্য' ও 'গ্রুপ থিয়েটার' - এর থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ দায় কখনো নেন নি। তিনি দায়বদ্ধ ছিলেন সময়ের সত্যের প্রতি, সেই সময়ে যদি গরিষ্ঠ সংখ্যক নাট্যকর্মীর হৃদয়ে নকশালবাড়ির বিদ্রোহ ভালোবাসা ও আবেগের জন্ম দেয়, তবে সত্যনিষ্ঠ সম্পাদক হিসেবে তিনি তাঁর পত্রিকায় তাকে ধারণ করতে নৈতিকভাবে বাধ্য। বস্তুত তিনি তাই -ই করেছিলেন।

দুই, রেণেসাঁস সম্পর্কে সেই যুগে নকশাল পন্থীদের যে বিশ্লেষণ ছিল, তার দ্বারা 'অভিনয়' -এর সম্পাদকমণ্ডলীর কেউ কেউ প্রভাবিত হয়েছিল, বিশেষত শ্রদ্ধেয় শ্রী নির্মল সাহা। এই প্রভাব অবশ্য অনেক সময়েই আবেগতাড়িত হয়ে আতিশয্যের পর্যায়ে চলে যেত,ফলে 'অভিনয়' - এর পাতায় অনেক মুণ্ডুই গড়াতো, এতটা নকশালপন্থীরাও করতেন না। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নির্মলদার একজাতীয় 'বায়োলজিকাল হেট্রেড' ছিল, যা প্রায়শই তাঁর লেখায় প্রকাশ পেতো। দিলীপবাবুর সাধারণত তাঁর সহযোগীদের চিন্তা - ভাবনাকে শৃঙ্খলিত করতেন না, বরং তাদের প্রকাশিত হতে দিতেন। ফলে এরজন্য তাঁকে অনেক সময়েই বিড়ম্বিত হতে হয়েছে। এটাও একটা কারণ 'অভিনয়' - কে নকশালপন্থী পত্রিকা হিসেবে চিহ্নিত করার।

যে কালপর্বের মধ্যে আমাদের আলোচনাটিকে সীমাবদ্ধ রেখেছি, সেই সময়ে সর্ব অর্থেই রাজনৈতিক থিয়েটার, বিশেষত

স্বৈরতন্ত্র বিরোধী থিয়েটারের চূড়ান্ত বিকাশ হয়। আর এই ক্ষেত্রে মফস্‌সল বাংলার নাট্য কর্মীরা সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন। বস্তুত এই সময়থেকেই মফস্‌সল বাংলার থিয়েটার একটি নিজস্ব প্রতিবাদী চরিত্র অর্জন করতে থাকে এবং নিজস্ব একটি নাট্যভাষা নির্মাণ করতে থাকে। মূলত প্রতিযোগিতা মঞ্চনির্ভর মফস্‌সলে একাঙ্ক নাটকের চর্চাই প্রাধান্য পেয়েছিল। কালকাতার থিয়েটার সেইযুগে এবং কিছুটা এখনো পূর্ণাঙ্গ নাটকের মঞ্চায়নেই ব্যস্ত থেকেছে। ফলে কেউ চান বা না চান থিয়েটারের আঙিনায় কলকাতা ও মফস্‌সলের একটি বিভাজন তৈরী হয়ে যায়। আমাদের উল্লেখিত পত্রিকাগুলির মধ্যে বেশকিছু নাট্যপত্র বিকাশমান মফস্‌সলের নাট্যচর্চার প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন, যেমন --'নাট্যপ্রসঙ্গ','শতাব্দীর সংলাপ','রঙ্গমঞ্চ','শিল্পীসেনা', 'নাট্যলিপিকা', 'নাট্যবীক্ষণ' এবং পরবর্তীকালে 'গ্রুপ থিয়েটার'।

কিন্তু মফস্‌সল বাংলার নাট্য আন্দোলনের সামগ্রিক প্রতিনিধিত্ব করতো দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিনয়'। বস্তুত উন্নাসিক নাগরিক নাট্যতাত্ত্বিক ও নাট্য - বোদ্ধাদের কাছে এতকাল অবহেলিত ও ব্রাত্য হয়ে থাকা মফস্‌সলের থিয়েটার যে আজ বাংলা থিয়েটারের প্রধান প্রবাহ হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পেয়েছে, তা প্রধানত 'অভিনয়' - এর নিরলস প্রচেষ্টায়। সেইযুগে 'অভিনয়' - এর একেকটি বিশালাকায় শারদসংখ্যায় (নিন্দুকেরা বলতেন থান ইঁট) মফস্‌সল বাংলার (এবং কলকাতারও) অগণন নাট্যদলের স্বল্পমূল্যের যে পরিমাণ বিজ্ঞপন থাকতো, তা থেকেই সমগ্র বাংলা থিয়েটারের মানচিত্রটি ধরা পড়তো। 'অভিনয়' কোনো সরকার বা কোনো দলের সাহায্য ছাড়াই লড়াই করে গেছে। জরী অবস্থার সময় সেন্সারশিপকে সম্পূর্ণ আগ্রহ্য করে চূড়ান্ত ঝুঁকি নিয়ে একের পর এক স্বৈরতন্ত্রবিরোধী নাটক ছেপে গেছেন দিলীপবাবু।

আর সে কারণেই 'অভিনয়' নিছক একটি নাট্যপত্রিকা ছিল না, ছিল একটি আন্দোলন। কংগ্রেসী জমানায় প্রগতিশীল নাট্যচর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য কোনো উদ্যোগ ছিল না, থাকার কথাও নয়। 'অভিনয়' তখন তার নামে একটি বার্ষিক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করে। না, কোনো অর্থ বা মূল্যবান কোনো স্মারক দেবার ক্ষমতা ছিল না 'অভিনয়' - এর, সামান্য একটি ছাপানো মানপত্র দেওয়া হতো। তা'ও বাঁধিয়েও দেওয়া হতো না। তবু নাট্যদলগুলির মধ্যে 'অভিনয়' পুরস্কারের যে মর্যাদা গড়ে উঠেছিল, আজ সরকারী পুস্কার অর্থের লোভ দেখিয়েও সেই সম্মান বা বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে তুলতে পারে নি।

আবারও বলছি 'অভিনয়' একটি আন্দোলন হয়ে উঠেছিল ব'লেই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার পরেই তার একার ডাকে শত শত নাট্যকর্মী মিছিল করে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে স্মারকলিপি দিয়ে আসেন। 'অভিনয়' একটি স্বতস্ফূর্ত আন্দোলন ছিল বলেই তার উদ্যেগে হাজার হাজার পার্কে গণমঞ্চ উঠেছিল। না, গণমঞ্চও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিনয়' - ও দীর্ঘজীবী হয়নি। কিন্তু ইতিহাস তার গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com